Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি মোহাম্মদ আকবর ও তাঁহার জেবেল মুলুক শামারোখ

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুলতান আহমদ ভূঁইয়া
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.1
Pages	5-38
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কবি মোহাম্মদ আকবর ও তাঁহার জেবেল মুলুক শামারোখ

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া

মধ্যযুগের কবি মোহাম্মদ আকবরের 'জেবেল মুলুক শামারোখ' কাব্যের সমস্ত পাণ্ডুলিপি বা কলমী পুঁথি কুমিল্লা জেলা হইতে সংগৃহীত। এই একটি মাত্র কাব্য ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাব্য এ যাবত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কাব্যখানি ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার বটতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হইত। বাংলা ১৩৩৫ সালে কলিকাতার হবিবি প্রেসে মুদ্রিত 'জেবল মুলুলক শামারোখ'-এর একটি গ্রন্থ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসাবে সংরক্ষিত আছে। সৈয়দ আবদুল খালেক নামক জনৈক ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন'- এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহার পাণ্ডুলিপি ফার্সী অক্ষরে লিখিত ছিল। এ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন;-

"এই 'জেবেল মুলুক শামারোখ' নামক পুস্তক, সৈয়দ আকবর আলী সাহেব মরহুম মাগফুর রচনা করেন। আমার পিতা জনাব মৌলবী সৈয়দ হামিদুল্লা মরহুম মগফুর কেবলা, গ্রন্থাকার মরহুমের পুত্র সৈয়দ হাসান আলী সাহেবের নিকট হইতে উচিতমূল্যে কপি রাইট খরিদ করেন। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, মূল পাণ্ডুলিপি ফার্সী অক্ষরে লিখিত ছিল। আমার পিতা মরহুম, বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ছাপিয়া প্রকাশিত করেন এবং ১৮৪৭ সালের ২০ আইনের মর্মানুসারে গভর্নমেন্টে দপ্তরে নিজ নামে রেজেষ্টরী করেন। তিনি একাদশ বার ছাপিয়া, প্রকাশিক করার পর লোকান্তর গমন করিলে আমি তাঁহার জৈষ্ঠ পুত্র পর পর চতুর্দশ বার ছাপিয়া প্রকাশিত করিয়ছি গভর্নমেন্টের দপ্তরে নিজ নামে কপি রাইট রেজেষ্টরি করিয়াছি। এক্ষনে আমি এই পুস্তক এবং তামর্ম গোলাম চতুর্থ ছিল্লাল; পথাবর্তী ছয়ফল মুলুক, দাকায়েকল, হেপায়েক, রূহনামা, সউতনামা ও ভেলুয়া সুন্দরী ও দারা ছেকান্দর নামা এই সাত খানি পুস্তকের কপি রাইটের সত্ত্ব হবিবি প্রেসের মালিক জনাব মুনশী গোলাম মওলা ছিদ্দিকী সাহেব কেবলাকে, যাবজ্জীবন ও পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী ও কায়েমী বন্দোবস্ত ছাপিয়া ভোগ দখল করিতে দিয়া মদিনা শরীফে হেজরৎ করিয়া চলিলাম। গ্রন্থকগণ আমার পিতার নামীয় মোহর, আমার নামের মোহর, এবং মুনশী গোলাম মওলা ছাহেবের নামের মোহর দেখিয়া পুস্তকগুলি

খরিদ করিবেন। সে পুস্তকে এই সকল মোহর দেখিতে পাইবেন না সেই পুস্তক জাল বলিয়া জানিবেন। ইতি ১৩২০ সাল।"

শ্রী সৈয়দ আবদুল খালেক প্রকাশক হাবিবুর রহমান ছিদ্দিকী ছাহেবও তাঁহার নিবেদন—এ এই পুস্তকটি 'নবভাবে নব পর্যায়ে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এতদসঙ্গে পুস্তকের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই বলিয়াছেন। তিনি ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যাহাই করুন না কেন বইগুলার যদচ্ছা অত্যাচারে যাবতীয় মুদ্রিত পুথির যে দুর্দশা ইহাও সে দুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই গ্রন্থটির একটি পাণ্ডুলিপি আছে। আমি এই পাণ্ডুলিপিটি ১৯৫০ ইং সনে কুমিল্লা জেলার ভরের মুড়া নামক কোন এক গ্রাম হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত আকারে এবং গ্রন্থাগারে লিখিত। লিপিকরের নাম মোহাম্মদ ইয়াছিন কিন্তু লিপিকার সেকালের মুসলমানী পুথির নিয়মানুযায়ী ডান দিক হইতে বাম দিকে না লিখিয়া বাম দিক হইতে ডান দিকে লিখিয়াছেন। পুথিটিতে ৯ পত্র হইতে ৩৭ পত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। প্রথম দিকের ৮ পত্র ও শেষের দিকের অনেক পত্র পাওয়া যায় নাই। পুথি খানিতে ভনিতা ব্যতীত কবির আর কোন পরিচয় নাই। কয়েকটি তালিকা এইরূপ :

(ক) মোহামুদ আকবরের কহে শোন নরগণ।
কিতাবের মধ্যে এই বাঙ্গেলার মৃলন।।

(খ) মোহামুদ আকবরের কএ শোন বিবরণ।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে বিবাহ সাজন।।

(গ) মোহামুদ আকবরের কয়
কেন কর এত ভয়
পূর্বে নিবন্ধে যাহা ছিল।

(ঘ) মোহামুদ আকবরে কয় পাঞ্চালী পয়ার।
শোনিয়া রসিক জনে আনন্দ অপার।।... ইত্যাদি

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে কবির জীবন কাহিনী বা বাসস্থান সম্পর্কে আমরা অবগত হইতে পারি নাই। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত এই কবির

সবগুলি কলমী পুথি কুমিল্লা জেলা হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছে। কবির ভাষা যে রূপ সুন্দর ও সুষ্ঠু বাংলায় লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কবির বাসস্থান নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কবির সমুদয় কাব্যের প্রাচীন কলমী পুথি বা পাণ্ডুলিপি যখন কুমিল্লা জেলা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, তখন মনে হয় কবির বাসস্থান কুমিল্লা জেলার কোথাও ছিল।

আমর পাণ্ডুলিপিতে এক স্থানে লিপিকার তাঁহার নাম ও ঠিকানা দিয়াছেন এবং একাধিক স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় তাঁহার নাম ইয়াছিন, গ্রাম ভবেরমুড়া, অরগনা লদুগড়। তিনি লিখিয়াছেন "লিখিতং শ্রীহীন এয়াছিন অদম বাল্লুক (?) প্রগনে লদুগড়, মৌজা ভবেরমুড়া।" 'বাল্লুক' শব্দ দিয়া লিপিকর বিনয় করে হয়ত নিজেকে বালক বুঝাইতে চাহিয়াছেন কিংবা ইহা তাঁহার ডাকনাম। 'ভবেরমুড়া' গ্রামটি কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার একটি স্থান-- একেবারে ভারতের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় সে কালের অন্যান্য মুসলিম লিপিকর ন্যায় 'ফিদভী', 'বকলম', 'নভেশত', 'মরকুমা' এই সব শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই; তৎপরিবর্তে বাংলা শব্দ 'লিখিতং' প্রয়োগ করিয়াছেন।

"জেবল মুলুক শামরোখ" একখানি বিরাট কাব্যগ্রন্থ; বটতলার দীর্ঘাকার মুদ্রিত পুথিতেও ইহার পত্র সংখ্যা ১৬৮। এত বড় বৃহৎ কাব্য কবি মোহামুদ আকবর মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যের নায়িকা শামারোখের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন–

"কহন না জায় দেখি বাঙ্গালার ভাস॥
ফারসি হইতে জদি কহিত বাখানি।
কলা অব্দ বয়সেত রচিল কাহিনী॥"

এই 'কলা অব্দ বয়সেত' অর্থাৎ, ১৬ বৎসর বয়সে কবি মোহাম্মদ আকবর তাঁহার "জেবল মুলুক শামারোখ" কাব্য গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে এত বড় কাব্য প্রণয়ন যে কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে। এ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক এবং সাহিত্যসাগর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৯৩৫ ইংরেজীতে প্রকাশিত তাঁহার "আরকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য" গ্রন্থে বলিয়াছেন: "কবি মোহাম্মদ আকবরের পূর্বে বাঙ্গালার আর কোন কবি এত অল্প বয়সে এমন বৃহৎ ও সুন্দর

কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহা যে কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারে তাঁহার যেরূপ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব দেখিতে পাই, তাহা দৌলত কাজী ও আলাওল ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার এ হেন অধিকার থাকিলেও, এত অল্প বয়সে তিনি ফার্সী ভাষায় ইত্যদিক অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন।" (পৃ ৭৯) কবি মোহাম্মদ আকবরের ভাষা ও রূপ বর্ণনায় মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবি মোহাম্মদ আকবর যখন বলেন;

"মুখ জ্যোতি দেখি শশী পাইলেক লাজ।
অলাই রহিল গিয়া জলধের মাঝ॥
লোচন কুরঙ্গ জিনি গৃধিনী শ্রবন।
রামের গাণ্ডিব ভুরু করিছে স্থাপন॥

অধরে মধুর রস সেবা মধু পিএ।
শত বৎসরের মৃত ততক্ষণে জিএ॥
সুনীমুখ হাসি যদি দশন দেখএ।
সপ্ত স্বর্গ জ্যোর্তির্ম্মএ তবে প্রকাশ এ॥

তখন মহাকবি আলাওলের পদ্মাবতী রূপ বর্ণনার কথা স্বভাবতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। আলাওল বলিয়াছেন,

"দেখিয়া বদন চন্দ্র মনে ধন্দ বাসি।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয় পুর্ণিমার শশী॥
কনক পুকুর জিনি মুখ জ্যোতি সাজে।
লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে॥

অথবা,

"সুরঙ্গ অধর সুধা রসের বসতি।
অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি॥
সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।

লাজে বিম্ব বান্দুলি গমন বনান্তর॥
মাণিক্য প্রবাল অতি নিরস কর্কশ।
অধরে আসিয়া স্রবে এহি মহারস॥
রক্ত উৎপল লাজে জমান্তরে বৈসে।
অম্বুল রাতুল হৈন অধর পরশে॥

শুভ যাত্রার বর্ণনায়ও আলাওলের প্রভাব দেখা যায়। আলাওলের শুভ যাত্রার বর্ণনা–

"চলিত সদগুন ভাল দেখিল বিদিত।
বেণু বৎস সংযোগে দক্ষিণে উপস্থিত॥
দধিলেও দধিলেও ডাকে গোপালিনী।
পূর্ণ কুম্ভ দেখিলেক সুভবৎ রমণী॥
নাগ শিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জর।
বামেত শৃগাল ফিরি করে নিরীক্ষণ॥
পুষ্পের পশার লই সমুখে মালিনী।
শিরপরে মত্তলয় সাচান শঙ্খিনী॥
আইস আইস করি সমুখে করে বোল।
চতুর্দিকে জোহার শুনিল জয় রোল॥"

মোহাম্মদ আকবরের শুভ যাত্রার বর্ণনা :-

কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুই পাশে।
আম্র পত্র দিয়া তাতে রাখিছে হরসে॥
সমুখেত বেণু গাভী বৎস দুগ্ধ খায়।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ চলেবামে শিবা যায়॥
দধির কলসী লয়ে গোপের রমনী।
হরষিতে মহারাজ শুভ লগ্ন জানি॥

কবি মোহাম্মদ আকবর তাঁহার কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন আরবী বা ফার্সী আবজাদ রীতি অনুযায়ী। সেকালের কাব্য রচনা–তারিখের তিনটি প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল;

(ক) সংখ্যায় রচনাকাল নির্দেশ;

(খ) কবি শকাব্দ বা প্রহেলিকার মাধ্যমে রচনাকাল নির্দেশ; এবং

(গ) আরবী বা ফার্সী আবজাদ রীতির মাধ্যমে রচনাকাল নির্দেশ।

আবজাদ পদ্ধতিতে কবি বা লেখক আরবী বা ফার্সী বর্ণমালার প্রথমাক্ষর হইতে শেষাক্ষর পর্যন্ত যে আক্ষরিক সংকেত আছে তাহা অবলম্বনে আরবী বা ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি হিজরী সন নির্দেশ করিতেন। কবি মোহাম্মদ আকবর তাঁহার 'জেবল মুলুক শামারোখ'-এ কাব্য রচনার তারিখ নিম্নোক্তভাবে দিয়াছেন :

"লিখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবাতু অনাচ্ছের মধ্যে ভাস্কর ভাকীল॥

এই শ্লোকটির 'আবুত অনাচ্ছের' শব্দদ্বয়ে আবজাদ রীতিতে অর্থাৎ আক্ষরিক সংকেতে (Chronogram) রচনাকাল দেওয়া আছে। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যে হিজরী সন পাই তাহা ১৮৮৪ হিঃ। ১০৮৪ হিজরী সনে ইংরেজী ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ ছিল। আলাওল তাঁহার 'দ্বারা সেকান্দর নামা" কাব্য রচনার পরে আনুমানিক ১৬৭৩ কিংবা ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সময়ের কুমিল্লার কবি মোহাম্মদ আকবর তাঁহার "জেবল মুলুক শামারোখ" কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কবি মোহাম্মদ আকবর ১৬ বৎসর বয়সে কাব্য রচনা করিলে তিনি ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫৭ হইতে ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরার মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য (১৬২৬–৬০ খ্রীঃ) ও তৎপুত্র গোবিন্দ মাণিক্যের (১৬৬০ ও ১৬৬৭-৭৬খ্রীঃ) রাজত্বকাল। কবি মোহাম্মদ আকবর কুমিল্লা জেলার অর্থাৎ তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী হইলেও সেকালের রীতি অনুযায়ী গ্রন্থ মধ্যে কোন 'রাজ বন্দনা' প্রদান করেন নাই। কাব্যখানির প্রচ্ছদপট মর্তের হইলেও কবি ইহাতে যে চিত্র অংকন করিয়াছেন তাহা রূপকথার মাধুরী তুলিকায় অংকিত। বর্ণিত উপাখ্যানটিতে বিশেষ কোন সৃষ্টি নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও কবির বর্ণনা চাতুর্যে ও লিপিকৌশলে তাহা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এনরূপ:–

একদা কর্ণাটরাজ চন্দ্রদেব চামরীর রাজ শাহা সুলতানের রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চামরী রাজ কর্ণাট রাজ্য আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা রতিকণাকে বিবাহ করেন

এবং চামরী দেশে লইয়া আসেন। এই শাহ সুলতানের ঔরসে ও রতিকণার গর্ভে কাব্যের নায়ক জেবল মুলুকের জন্ম হয়। শাহা সুলতানের মন্ত্রীপুত্র ফোরকান পাল ও রাজপুত্র জেবল মুলুক সমবয়সী ছিলেন। তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করেন। এমন সময় একদিন জেবল মুলুক মৃগয়া করিত বনে গমন করেন এবং বথায় গন্ধর্ব রাজকুমারী শামারোখের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাহারা পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কথা প্রসঙ্গে উভয়ে উভয়ের পরিচয় জানিয়া লইলেন। পরীবানু শামারোখ বলিলেন যে, হেমাপুর গেলে তাহার দর্শন পাওয়া যাইবে। সে হেমাপুর বাষট্টি বছরের পথ -সপ্ত-সমুদ্র অতিক্রম করিলে তাহার গৃহ। কুমারী তাহার শরীর আঁচল ছিড়িয়া তাহাতে কুমারের চিত্র অংকন করেন এবং কুমার ও তাহার পাগরী খুলিয়া পাগরীর খুটে তাহার চিত্র অংকন করেন। এমন সময় শামারোখ তাহার সহচরীবৃন্দ আসিতেছে দেখিয়া কুমারকে অন্তর্হিত হইতে বলেন। কুমার স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র লুকাইয়া রহিলেন কবি বলেন;

"কুমার লুকাই রৈল পুষ্প ঝাড় তলে।
সহচরীগণ আসি কন্যা লই চলে॥
শূন্যগতি পরিগনে রথলই যায়।
পুষ্প ঝাড় ছাড়ি বীর পিছে পিছে ধায়॥
দেখিতে দেখিতে দোলা অদেখা হইল।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হৈয়া কুমার পড়িল॥

দেখিতে দেখিতে গন্ধর্ব কুমারী অদৃশ্য হইলেন-আরম্ভ হইল জেবল মুলুকের প্রিয়া লাভের দুঃসাহসিক অভিযান। তাঁহার বন্ধু ফোররক পাল তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইলেন। এই অভিযানে জেবল মুলুকের কষ্টের অবধি রহিল না। শান্তি দুর্জয় মানব প্রেম মানব জগতের বহির্ভূত গন্ধর্ব রাজ্যও জয় করিতে সক্ষম। ঘটনাচক্রে এই সময়ে তিনি শীরিলব ও ছনুবর নাম্নী আরও দুই রাজ কুমারীকে বিবাহ করেন। অবশ্য বিবাহের পূর্বে শীরিলবের পিতার বন্দীশালায় কিছুদিন অতিবাহিত করেন। রাজকুমারী বন্দী শালায় কুমারকে দেখিয়া তাহাকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করেন এবং পিতা-মাতার স্মতিক্রমে তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত না করিয়াই অভীষ্টলক্ষে রওয়ানা হয়।

পথিমধ্যে তিনি ছনুবর নাম্নী অন্য এক রাজকুমারীকেও বিবাহ করেন। পরিশেষে শামারোখের সাথে তাঁহার মিলন হয় এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শীরিলব ও ছনুবরকে সঙ্গে লইয়া আসেন। পথিমধ্যে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাক বিষপান করাইয়া অচৈতন্য করিয়া যান। ইতিপূর্বে বন্ধু ফোরক পাল তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং পিয়ারেখা নাম্নী এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। জেবল মুলুক বন্ধুর সেবা যত্নে বাঁচিয়া উঠিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে মহারাজ পুত্রকে রাজ্যদান করেন। মহারাণী রতিমালা পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে পাইয়া মহাখুশী হইলেন।

তিন বধু রতিকণা কোলেতে লইয়া।
স্বর্বদুঃখ পাশরিল আনন্দিত হইয়া॥
পুত্রবধু লয়ে রাণী অন্ত পুরে গেল।
মনের বাসনা পূর্ণ প্রভু যে করিল॥
পুত্র দেখি রাজরাণী আনন্দ মজায়।
দিবারাত্রি মহাদেবী আনন্দে গোমায়॥
এই মতে আনন্দেতে থাকে মহা সুখে।
সাফল্য নাপায় সব চামরীর লোকে॥
আর দিন মহারাজ আনন্দিত হয়ে।
রাজ্যরাট দিল রাজা পুত্রকে সপিয়ে॥

পত্র : ২১

---------------------------সাজি।
তা সভার সঙ্গে আইল বড় বড় তাজি।
দেখিয়া চামরি সৈন্য হইল সাবধান।
ধনুস্বর হাড়ে করি হইল আগুয়ান
দুই সৈন্যের মুখামুখি বাজিল তুমুল।
.... রাম সমুদ্র হিল্লোল।
বাছি বাছি মারে সৈন্য শতশত সেনা।
কাটিয়া পারিলধীরে ঋজছক্র বান॥
দলবল মারিয়া করিল ছারখার।
সৈন্য সব বান্ধি নিল চামরি রাজার॥

দেখিয়া বিক্রম তার চামরি ইঙ্গিত।
সুব বান সম্বোধিয়া কইল তুরিত॥
দেখ মোর সৈন্য সব করিল নিধন।
তুমি বনে গিয়া কর মল্ল নিবারন।।
শুনিয়া রাজার বাণী-রুদ্রে সুরবান।
তুরঙ্গ ক্ষেপিয়া যায় সেই বন ঠান॥
তর্জ্জিয়া কএন্ত শোন ক্রনটে কুমার।
কত বড় বীর তুমি কর আহাঙ্কার॥
তোর পিতা মোর আগে গিয়াছে পলাই।
চন্দ্র দেবে হারি গিয়া দিয়াছে-----॥
সবে মাত্র সে তোর প্রথমে য়ঙ্করি।
এক গদা মারি তোরে নিম জম পুরী॥
এ বলিয়া মারে গদা বজ্র সমস্বর।
নিবারিল সেই গদা কুমারের দেস্কের॥
বলি গদা মারে বীরে হৈআ সাবধান।
বজ্রসম গদা মারে ভীষণ সন্ধান॥
সইয়া তাহার ঘার ফিরি কুমার।
দেহে গদা ভাঙ্গি গেল ভীষণ প্রহার॥
........হেন শূল ভাঙ্গি গেল আগ্নি অসি ধার।
দুই জন মল্ল যুদ্ধ [illegible] করিবার॥
সৈন্য ঠেলাঠেলি ধরিয়া মেদনী।
দুই পালোয়ান যুঝে কম্পিত ধরণী॥
কাকে পরাজিত কেহ পারে একে একে।
দুই মাতঙ্গে যেন পড়ি গেল টেকে॥
ছিদ্র পাইয়া সুলতান ধরে কটিদেশ।
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমএ বিশেষ॥
পাছারি নামিল বক্ষে বর কোপ করি।
কটিদেশে বান্ধিলেক দুই হস্তে ধরি॥
দুই হস্ত বন্ধ করি কাটিল কৃপান।
মনে ল এ বক্ষ ফারি রক্ত করি পান॥

বসন কাড়িয়া যদি পত্র কলেবর।
কাঞ্চন জড়িত যেন বক্ষের উপর॥
বরুণে কুন্দিছে কি বামে উবে বিম্ব।
কাম ডালে থুইছে দুই রাতে ডলেম্ভ(?)॥
অপূর্ব দেখিয়া নৃর্প হইল চমকিত।
বসন খুলিয়া মুখ দেখে আচম্বিত॥
কাঞ্চন বরন অঙ্গ বিচিত্র ঘটিছে।
স্বর্গ বিদ্যাধরি যেন ভূমিতে নামিছে॥
অচজে দেখিয়া নৃর্প ভাবে ধস্তিকার (?) ।
সর্ব অঙ্গে বন্দে বন্দে করিল বিচার॥
কাঞ্চলি ফারিয়া থু --- বি দ্রে দিল হাত।
তপসী পাইল যেন ডি.. জ.....া থ ॥
ডালিম্ব সদৃশ শোভা যুগল অধর।
কমল পুষ্পেত যেন ভ্রমে মধুকর॥
নারাঙ্গি কমলা জিনি তাহার বাখানি।
রজত কাঞ্চন নহে তাহার নিছনি॥
শুভিছে সুন্দর বালা মাণিক্যের তুল।
মুনির মন টলে দেখি বজ্রের বাটুল॥
হৃদয় বিচারি ক্ষ্যাপায় বদন।
কিষুক (?) কাটিয়া তার খুলিল কমল॥
মালঞ্চ খুলিয়া দেখে খিম্য উরূসাজ।
অতি শীঘ্র ছাপাইল এই বড় লাজ॥
জমিলেক স্তিরি হই মোহা বলবান।
বামকলা চিনি নৃর্প সুক্ষ খান খান॥
হৃদয় রাখিয়া হস্ত হেরয় বদন।
অচৈতন্য হৈছে কন্যা নাহিক চেতন॥
মনে ভাবে মহারাজ নারী বধ হৈল।
কিরূপে করিমু সুস্থ ভাবিতে লাগিল॥
শব্দ অতি নাই দেখি নাসাতে নিশ্বাস।
আপনা বসন ধরি করেন্ত বাতাস॥
বসন তিতাইয়া নৃর্প আনিলেক পানি।

মস্তকেত দিয়া জল মুখে দিল আনি॥
জল খাইয়া স্থির হৈয়া চৈতন লভিয়া।
নয়ানে প্রকাশি দেখে রাখিছে বান্ধিয়া॥
পাচারিয়া বসিয়াছে বক্ষের উপর।
পুষ্প মধু লোভে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥
কামিনী মোহন রূপ সুন্দর কুমার।
চ..... সের উজেন গিলিবার॥
বিদগত পত্তি জিনি------রাঙ্গিয়া লোচন।
হেরিতে আনিল কুমারীর মন॥
কুমারে পুছয় তুমি হও কোন জন।
ধীর দর্প কেন কর বক্ষে দেখি তন॥
পয়োধর দেখি তোমার বলেত বিস্তর।
কুমারী বলিল তোমার নাইক আদর॥
কুমারী কইল মোর প্রতিজ্ঞা আছএ।
তোমা দেখিলে সম্ভ্রম মোর জাএ॥
বিমুখ বচন আর হাসিয়া কইলা।
কোন শাস্ত্রেতত্ত্ব জানি নারীকে বান্ধিলা॥
হাসিয়া নামিল ধীরে শুনিয়া বচন।
অতি শীঘ্র খোল তবে হস্তের বন্ধন॥
বন্ধন খুলিল যদি বুলিল বচন।
বক্ষে চড়ি বসিছিলা না মারিলা কেন॥
কুমারে বুলিল মারিবারে আশা ছিল।
হৃদে পয়োধর দেখি মর্যাদা করিল॥
অপরিচয় কালে তোমা না করিলাম বধ।
অখনে বধিব তোমা কেমন মগধ॥
তোমা প্রাণ রক্ষা কৈলাম বিসম সমরে।
আমার মরণ হৈল তোমার সোকরে॥
কুমারের মিনতি দেখি কৌশলেক হাসি।
হারিলাম তোমার যুদ্ধে হইলাম তোমার দাসী॥
চন্দ্রদের সুতা আমি রতিকলা নাম।
এ বুলিয়া রতিকলা করিল প্রণাম॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি সেই বীর বরে।
যুদ্ধে পরাজিতে যেবা পারএ আমারে॥
আপনে বুঝিয়া আমি তাহার অধীন।
তোমার দ্রশনে হৈল মোর শুভদিন॥
কন্যার মরন বুঝি কুমার বিভোল।
বদন চুম্বিয়া রতি তুলি লৈল কোল॥
দোহ দুই প্রেমরসে টলমল হইল।
হেনকালে আইল চামরি সৈন্যবর॥
হস্তে ঠারি সকলেরে করিল অন্তর।
মনে চক্ষু খোসাইয়া রমনী আচার।
নারী ভেস পরাইয়া কহে সমাচার॥
কি কার্য করিয়া এবে কন্যাতে পুচ্ছিল।
হাসিয়া কুমারী তবে কইতে লাগিল॥
রতিকলাএ বোলে করহ বিদায়।
বাপ মায়ের স্থানে সব কইতে যুয়ার॥
কন্যা হেতু মহারাজে সমদার হইয়া।
চতুর্দোলে করি রতি দিল পাঠাইয়া॥
দোলে আরোহন হৈয়া তুরিতে চল এ।
কুমারে বিচ্ছেদ ভাবি পন্থ নিরীক্ষাএ॥
বাপের নিকটে গিয়া কইল বৃত্তান্ত।
সুলতান নৃর্প হএ মোহা বলবন্ত॥
রনে পরাজিয়া মোরে করিল বন্ধন।
গন্ধর্ব বিভা কইল মোরে পাইয়া পরিচিন॥
শুনিয়া দুহিতার বাক্য রাএ চন্দ্র দেব।
পাত্র মিত্র ডাকাইল করিতে উৎসব॥
বিরাক্ষী -রাজ্যের রাজা শোভে মার ঠাই।
হেন রাজা হৈলে কর রতির জামাই॥
রতিক নারী বা হৈব কভু নাহি জানি।
বিধাতাএ ঘটাইলা দোতক তাহাত আমি॥
আর দেশী না মহারাজে আমি তে সুলতান।
আর যথ রাজা সব আন বিদ্যমান॥

নৃপতির আর যথ দেশে মত রাজাগন।
মোহাম্মদ আকবরে কহে শোন নরগণ॥
কিতাবের মধ্যে এই বাঙ্গেলায় ছল (চল)।
বিভাব চৌদল সাজে নানা শব্দে বাদ্য বাজে
আনিবারে চামরির রাজ।
করিয়া বিধি বাদ্য সাজ আনিতে চামরি রাজ
রাজাগনে ধরিছে জোগান।
পুষ্পের চৌদোলে তুলি সুলতান মহাকলি
ফেকি মারে চন্দন গোলাপ।
দীপের দিয়টি ধরি পুষ্পঝাড় হাতে করি
লএ যাএ জল ভরিবার।
লইয়া সুরঙ্গ দল সুগন্ধি গোলাপ জল
কুম্ভ ভরি রাখিল নোচর॥
চতুষ্যে চতুরে রঙ্গ নৃত্যগীত রঙ্গে অঙ্গ
নাছে যথ ভয়ে আরম জানি,
করিয়া নামাক সাজ গেলেন্ত চামরি রাজ
কাঞ্চন সুবর্ণ মনোহর।
সুলতান আগে গিয়া রাজ যোগ্য বস্ত্র নিয়া
পৈরাইল বিভার সাজন।
বিচিত্র সাজন করি ভ্রভেনিল রাজপুরী
ধন্য ধন্য বোলে সর্বজন॥
রাজদ্বারে গেল সৈন্য সবে বোলে ধন্য ধন্য
প্রশংসিয়া করিল বাখান।
পুরী মধ্যে হুলাহুলি ঝলা আইল বুলি
সবে মিলি করেন্ত উল্লাস।
দুই সৈন্য হইয়া সঙ্গ সবে মিলি করে রঙ্গ
জেন পুরী করিল দীপ্তিমান।
= জমক ছন্দ = রাগ বঙ্গিল
সারিন্দা দোতার বাজে আর কবিলাস।
সারি সারি মৃদু বেণু শুনিতে উল্লাস॥

বিগল তাম্বুর বাজে শানাই সুপার।
কাসা করতাল বাজে মন্দিরা ঝঙ্কার।।
রাম সিঙ্গ মধু বাজে কর্নাল ফকার।
আর যথ বাদ্য বাজে সংখ্যা নাই তার।।
ধাম বাজে টটে বোর্জ্জে কার সিংহ শব্দ।
দগর মৃনাঙ্গ বাজে খেতি কৈল তব্ধ।।
কেলাকেলি কিংকিনী আর ককিলাস।
সারি সারি মধু বেনু শুনতে উল্লাস।।
খঞ্জরি সর মালা সাজে মুল করে সান।
ডঙ্গরে তুরূজ আইল নব দলি সান॥
নানামতে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।
এই মতে রাজগৃহে করিল প্রবেশ॥
মোহাম্মদ আকবরে কএ শুন বিবরণ।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে বিবরে সাজন॥

সএলা রাগ

সাজে যত সোহাগিনী
আসিতে কে মোর মণি
পরিধান নানা অলংকার।
বসনে কুসুম্ভ রঙ্গ
সুগন্ধি চন্দন সঙ্গ
হালিকুলি করেন্ত বেয়া॥
সমুখে প্রদীপ থুইয়া
ধোন্তি দুণ্ড সোজাইয়া
বরিলক চামরির রাজ।
যথেক রমণী মেলা
সাজাইয়া রতিকলা
গলে শোভে মনিমুক্তাহার॥
সুবর্ণের সেরয়া নাকে
মণি রত্ন শোভে তাকে
শিষফুল শোভএ অপার।

কেসেত জাদের ফুফা
গজ মুক্তা থুফা থুফা
নানামতে করিয়া আবেস।
কটিতে কিংকিনী দোলে
পায়েত পাঞ্জরি বোলে
কমুবুঝ চলিতে সুন্দর।
কুমারিক আগে আসি
কুমার কুমারী আসি
ঘৃতের দিয়টি ধরি
যথেক যুবতী নারী
ধান্য দুব্বা সকলে আনিল।
চারি গাছি রাম কলা
পুন্যঘট বসাইলা
বসাইলা কুমার কুমারী।
সএ নামে চঙ্গল বুলি
ঘেঙ্গেটার সন তুলি
চন্দ্র সমা মুখে দেখাইল
গেরুয়া লইয়া হাতে
মারেন্ত দোহর মাথে
আনন্দ ফলঙ্ক দুইজন
ধান্য দুব্বা সখি দিয়া
রবি শশী মিলাইয়া
অন্তর হইল সখীগন।
সুবর্ণ পালঙ্ক বসি
চটকেন্ত বনি শশী
কতুকে করেন্ত কামসাজ।
মোখামুখি সম করি
হৃদএ হৃদএ ধরি
কাম রতি চাএন্ত কোমার।
রমনী সে রতিকলা
ধরিয়া কুমারে গলা

গদ গদ লাগিল কহিতে।
তাএ আছিল কথনে থেকহ প্রিয়া
ত্রাসে কাঁপে মোর হিয়া
আমি আছি তোমার অধীন।
আপনার উদ্যান বন
নাই তাতে কলাকল
রাখিয়া যাইতে কহলা।
রাজা কহে প্রাণেশ্বরী
সম্বরিতে নাহি পারি
প্রাণ যাব অনলে দহিয়া।
হৃদয়ে হৃদয় ধরি
ভকতি কাকুতি করি
রতিকলা করিলা———।
কামধনু জুড়ি শর
খেলিলেক নিরন্তর
হানিলেক মদন বাণ।
খাইয়া কামর শর
চর্মমুক্ত কলেবর
রক্ত রোগে আর কৈলা প্রেথান।
কুমারে কহেন্ত বাত
সইহ সখার সাথ
আনযুদ্ধে হইয়াছ কাতর।
রতিকলা করে খুসি
পূর্ণ কোণ মনে পুষি
সৌষাম নাই অধন।
মোহাম্মদ আকবরে কএ
কেমন কর এত ভএ
পূর্বে নিবন্ধ যাহা ছিল।
শেষনে মোহম্মদ মৌলা
অবের মুরা
লিখিতং শ্রীদীন এরাজিল অসম বাদুক)

জমক ছন্দ

আনন্দে কৌতুকে রাজা রজনী গোয়াইল।
প্রভাত সময় নিদ্রা দোহার ছাড়িলা॥
স্নান করিয়া তবে পরিল বসন।
আতর গোলাপ চূয়া কুমকুম চন্দন॥
মিষ্ট দ্রব্য ভুঞ্জাইল হরিস অন্তর।
করিল প্রণাম গিয়া অগ্রিত সসুর॥
গৌরব করিয়া নৃর্পে কোলে তুলি লৈলা।
সম্ভসা করিয়া নৃর্পে বহু মান্য কৈলা॥
মনি রত্ন দিয়া কৈলা জামাতা নিছনি।
ভিক্ষুকেরে আনি দান দিল মুক্তা মনি॥
যতেক দিলেক নৃপ মণি মুক্তা ধন।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ উষ্ট্র সুবর্ণ চন্দন॥
সজ্জিত হইয়া নৃর্প মন্দিরে আনিল।
কর্ণাটে রনে টৈলবনু(?) ফিরাইয়া দিলা॥
পাঠাইল সর্ব সৈন্য নৃর্প বিদ্যমান।
বড় যত্নে তুসিলেক বীর সুলতান॥
অশ্ব গজ রত্ন দিল এরাকের ঘুড়ি।
শীকারে পাইয়া রাজা আনি ছিল ধরি॥
দেও অতে যোরি ছিল না পারে ধরিতে।
মনুষ্যের শক্তি নহে তাহারে চড়িতে॥
সবোলের তানে কএ চন্দ্র দেখ রাএ।
রাজার কুমারে তবে কসু না ছারএ॥
এইমতে কতদিন ছিল তুল দেশ।
চাষরি সুলতানে জাইতে করিয়া বিদেশ॥
সৈন্য সেনা সাজ করি চলে নরনাথ।
বিদায় হইল গিয়া শ্বশুর সাক্ষাত॥
শুনিয়া কান্দয়, রাজা অধিক হুতাস।
বিদায় হইয়া নৃর্প চলে নিজ দেশ॥
মাতা পিতা প্রণামি যাত্রডিএ(?) চলিল।
জামাতার হস্তে কন্যা সমর্পিয়া দিলা॥

যথেক নৃপতি আইসে কুমারের সাজ।
শ্রাবণেতে সোন কৈল কেমটের রাজ॥
কুমার বিদায় হৈয়া চলে নিজ স্থান।
রতিকলা সঙ্গে করি চলিল সত্বর॥
কুমারী বিদায় হৈয়া চলে রাজ দেশে।
রাজ্যভরি প্রজাপনে কান্দয়ে বিশেষ॥
কর্নটি ভরিয়া হৈল কান্দনের রোল
এক জনে নাই শুনে আরেক জনের বোল॥
শোকাকুলি হৈয়াবযে ঘরে চলি জাএ।
চামরি রাজাএ নিজ দেশেত আইসএ॥
মিতি প্রতি পাশা খেলে পালঙ্গ বসিয়া।
এইমতে রাজ্য পাট করে নরপতি।
কতদিনে রতিকলা হৈল গর্ভবতী॥
রাজাতে কইল সবে এই বিবরণ।
গর্ভবতী হৈল রাণী শুন মহাজন॥
এত শুনি মহারাজা অন্তপুরে গেল
রতি সঙ্গে বসিতে পালঙ্গে বসিল॥
হাসিতে হাসিতে----কএ সমাচার।
গর্ভবতী হইলা হেন ন হইল প্রত॥
তিনমাসের গর্ভ হেন কইলেক রানী
ভুনট হৈলাম হে রাণী তত্ব কথা শুনি॥
এই মতে পঞ্চমাস হইলেক জান।
পঞ্চ মাসের পঞ্চকুল পুরাইল তবে।
দলমাস পূর্ণ হইল রতিকলা।
প্রসন্ন কুমার এক রতি প্রবেশিলা।
সোমবারে জাত শিশু ভুমিতে পরিল।
শুভ লগ্নে শিশু আয়ি জনম হইল॥
শুভ ভাগ্য সুবাজা(১) সে জনম দেখিল।
তত্ব পাইয়া বাই আসিয়া মিলিল॥
তত্ব পাইয়া ধাইয়া আসিল ত্বরিত।
মনি রত্ব হার পাইয়া করিল ভূষিত॥

সোমার কাটারি পাইয়া নাভিছাপ করি।
তুষ্ট হৈয়া ধাই গেল আপনার পুরী॥
সুগন্ধি শীতল আর কুমকুম চন্দন।
অতে রাগ লোপ আর চন্দনের ভূষণ॥
এসব একত্রে করি স্নান করাইল।
দরিদ্র দুক্ষিত-আসি বহু দান কৈল॥
দেশে বিদেশে যত দেবক(৪) আছিল।
শিশু রাশি গনিতে লাগিল॥
প্রভাত সময় সব গনিয়া কইল।
জয়মোত্ত বুলি খড়ি ভূমিতে ঢালিল॥
শুভ জয় জয় বুলি বোলে সর্বজন।
শুনশুন মহারাজ সব্ব বিবরণ॥
কুমারের রাশিফল কই সমাচার।
শান্ত দেখিয়া কই গোচরে তোমার॥
আকাশের নক্ষত্র সব গনিয়াছি সবে।
বিজয় মহিমা শিশু হইল অপারে।
মোহা বলবন্ত হৈব বিক্রমে বিশাল।
নৃপতি হৈব ভুমে হইব মহীপাল॥
সভার নাম হেন হৈব মহাযোদ্ধাপতি।
আকাশ পাতাল ক্ষিতি করিবেক গতি॥
লোক বিশ্বপতি দিষ্ট শিশুর উপর।
রাজ রাজ্যেশ্বর হৈব বিজয় সুন্দর॥
শুভ যোগে শুভক্ষণে ভূমিতে পরিল।
পতেক খন্ডাইয়া শিশু জনম হইল॥
সহস্র দৈবজ্ঞ মধ্যে দৈবজ্ঞ সুজন।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নামে সাহাবান॥
গনিয়া সকল দল শেঙ্কা বুজিল।
শাস্ত্র বুজিয়া বুসি অগ্নিতে রইল॥
গনিয়া দৈবজ্ঞ সব কহেন সকল।
সকলের অক্ষিতে ঝরিতেছিল জল॥
এতেক দেখিয়া নৃর্প সাহা সুলতান।

ত্বরিতে আসিয়া মিলে শিশু বিদ্যমান॥
বল চাই লগ্ন চাই জ্জ(২) কান্দ কি কারণ।
আমাতে পাহিবা তুমি স্বরূপ বচন॥
মুসি বোলে বাউ ঘর করিয়াছি ভার।
তেকারকে অক্ষির জল টলিল আমায়॥
কমাতে শুনিছ মুসি কইয়াচ মিচা।
যথশাস্ত্র গনিয়াছ সব জানি সাচা॥
মুসি বলে মহা বলবন্ত হৈব চতুগুণ।
এমত কইল শাস্ত্রে দোন---লা মসিগুন।
শতগুন রূপরেক সাস্ত্রেত দেখিলাম।
জেমত দেখিলাম শাস্ত্র তেতমে কইলাম॥
বহু তত্ত্বে বোলে হইব রাজ সিংহাসন।
হস্তী ঘোড়া বহু হইব রজত কাঞ্চন॥
পুত্রসম পালিবেক যত প্রজাগন।
সবলে সদিষ্ট হৈব না হৈব বদনাম।
জেবের সিদ্দিক শিশুর হইবেক নাম॥
এতেক শুনিয়া তবে কইলেক রাজ।
সত্য কত কের মুসিলা ভসিআ লাজ॥
যত কিছু কথা কয় কিছু নাই মোর মন।
সত্য কও অক্ষির জল পড়ে কি কারণ॥
সাস্ত্রেত দেখিছ যাহা আমাতে কইবা।
কইতে নিবন্ধ জেন ভএ না বাসিবা॥
সাহবোনে শুনিএ তথক্ষিতে রইল।
নিজ মনে বিমর্ষিয়া কইতে লাগল॥
দ্বিজে কহেন্ত শুনি সবাকে বুজাই।
রাজ মোরে কথা কৈতে মনেত ডরাই॥
সুলতানে বোলেন্ত মুসি ভএ নাই কর।
প্রভু জে করিছে তুমি কি করিতে পার॥
দ্বিজে বোলে কইআমি শুন মহাশয়।
পরী জাতি কৈন্যা সেজে করিব পরিনয়॥
নিবন্ধ গনিয়া কহে রাজার সমুক্ষ।

যুবক হইলে শিশু পাইবেক দুক্ষ॥
শুন কহি মহারাজ সাবধান হইয়া।
গন্ধর্ব্ব কামিনী শিশু করিবেক বিয়া॥
দোয়াদশ বৎসর পরে বিদেশে গমন।
পশ্চেত খাইব বিষ অবশ্য মরণ॥
এ সকল কথা নৃর্প শুনিল জখম।
পাস্কান ভাঙ্গিয়া জেন পরিলেক শিরে।
শোকাকুল হৈয়া নৃর্প পড়ে ভূমি পরে।
পাত্র মিত্র আমি সব শান্ত করাইল॥
দৈবজ্ঞ তুষিয়া নৃর্প কইতে লাগিল।
তুমি নি তুমিতে পার মোর প্রতিকাজ।
সেই রাজ্যে থাক তুমি দিমু লাখেরাজ॥
ব্রাহ্মণে বোলএ এক জরি জে আছএ।
বহু বিচারিলে জান সে দ্রব্য মিলএ॥
সেই জরি সঙ্গে যদি থাকে কদাচন।
চল্লিশ দিবস আগে নাইক মরণ॥
যদিবা খাইব বিষ সপ্রাণে না মরিব।
সজ্ঞাহিন্যে হিন জ্ঞানে নিশব্দে রহিব॥
সেই জরিকে যদি বাটি খিলাইব।
জারিয়া সেল বিষ গচিয়া উটিব॥
রাজা বলে এই বানি কর তুরমাক।
ঈশ্বর প্রভাবে মোরে দেয় পুত্রদান॥
এত শুনি দ্বিজবরে গমন করিল।
অপ্রুখের জরি বহু জতনে ঘটাইল॥
কুমারের উরু ছিড়ি ছাপাইয়া রাখিল।
প্রাণপণ করি তার মুণ্ডে সোস্ত কৈল॥
এথাতে ছাওয়াল লৈয়া করএ জতন।
জননীর দুক্ষ বসতি জীবের জীবন॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন চন্দ্রকলা।
ভুবনমোহন রূপ অঙ্গের ছাপলা॥
পাত্রের তনয় নাম কুক্কক পলে থুইলা

কুমারে তাহার সঙ্গে বহু প্রীতি হইলা।
দোস্তি করাইল দোহজনে প্রেমযুক্ত বল।
কাকে কেহ ছাড়িয়া না খায় অন্নজল॥
লেখাপড়া করি দোহে সাস্ত্রেত খবর।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশোধর॥
দোয়াদশ বৎসর যদি হইল রাজসুত।
অস্ত্র লিখাইল তাহা দ্বিজএ বিখ্যাত॥
কামিনী মোহন রূপ সুকোমল লোচন।
নয়ন কটাক্ষে পারে মুহিতে ভূষণ॥
কমলবর নয়ঙ্গ শোভিত বত্যম।
নাসা স্বর্গ অশ্ব জলসরিত সুঠাম॥
গদা যুদ্ধ ভীম জিনি অতি প্রজালিত।
সুলগদা সুদ্ধ শূলী দেবতা কাম্মিত॥
জ্যোতিষ গনিতে পারে পাত্রের তনয়।
ভূবনের মত শাস্ত্র গনিতে জানয়॥
পৃথিবীতে যথ ইতি শিখিল সকল।
বেদ বিতি শিক্ষা হৈল পুবাণ যরবল॥
জেবের মুল্লুক আর ফুরূকপাল সুত।
মিত্র বন্ধু ভাবে দোহার গিরিতি বহুত॥
রাজার কুমার মগ ফুরূক পাল মনে।
আমার পিরিতি ছিল থাকে এক স্থানে॥
মহা বলবন্ত দোহ রাজপাত্রের সুত।
রূপে গুনে বিশারদ অতি অদভুত॥
বিক্রমে বিশাল হৈল রাজার কুমার।
আপনারে ভরে অশ্ব না পারে যাইবার॥
যেই অশ্চ চড়ে বীরে ভাঙ্গে কটি দেশ।
এই মতে বহু ঘোড়া হৈয়া গেল শেষ॥
মৃগয়া করিতে গেল আরোহিয়া রথে।
মন দুক্ষ ভাবি বীর সেল বন পথে॥
অশ্চেত চড়িতে বীরে বড় হাবিলাস।
মনের মত অশ্ব নাই ভাবএ তরাস॥

কুমার সমুক্ষে আসি কএ একজন।
দেয় জাতি ঘোড়া আছে গহিন কানন॥
কুমারে কইল তুমি কিরূপে জানিলা।
গর্ভবতী ছিল ঘোড়া বাচ্চা মরি গেলা॥
কইল কনটে রাজ যত কাজ দিল।
বাচ্চা সঙ্গে সেই ঘোরী উন্মত্ত হৈল॥
অশ্চগজ মারি বহু মনুষ্য খাইল।
তেকারণে মহারাজা বনে খেদাইল॥
শুনি পুলকিত হইল রাজার কুমার।
বহু সৈন্য লৈয়া গেল ঘোরা ধরিবার॥
ঘোরীর কাছে সে রাজা এ তারে ধরিয়া মারে।
মনুষ্য দেখিয়া ঘোরী আহাঙ্গরি করে॥
ঘোড়ার গর্জনে কেহ না জাএন্ত ডরে॥
কুমারে লাগাম লৈয়া গেলের্ন্ত গোচরে।
কুমার দেখিয়া ঘোড়া আহাঙ্গর করে।
নির্ণয় হইয়া বীরে ধরে বাগাতারে॥
বিকল হইয়া ঘোরী অগিএ প্রতেক।
লাগাম ধরিয়া মুখে কএজী করিলেক॥
সুন্দর সুঠাম ঘোড়া চৌরন্দী করিলেক।
সাজন করিয়া ঘোড়া পীষ্ঠেত চড়িল।
যথেক খাইয়া ঘোড়া শূন্য হতে আইল॥
বাতাসে করিয়া ভর উড়িতে লাগিল।
গহীন কাননে গেল বাহুর আকারে।
মাক্ষির জঙ্গল যে জোরে ঘোড়া ততাহন্তে বারে।
অরণ্যের মধ্যে দেখে ভাল এক স্থান।
বিশ্রাম করিল গিয়া সেই বৃন্দাবন॥
অশ্ব নিয়া বান্ধিলেক গাছের শিকড়ে।
পানির তরাস বীরে সইতে না পারে॥
জল খাইবারে গেল মহা সরোবরে॥
বসন তিতাইয়া জল আনিল সত্বরে।
আপনে খাইল জল খাওয়াইল অশ্বরে॥

সন্তোষ হৈল অশ্ব হরসিত অন্তর।
অশ্ব পাশে পর বাগ অতি শোভকার॥
তাহার মাঝারে আসি করএ ঝঙ্কার॥
পুষ্পের উদ্যান আর শীতল পবন।
মহা যুবরাজ তথায় চলএ আপন॥
আচম্বিতে কলরব গগন মণ্ডল।
অতিউঙ্কঃ শব্দ শুনি করে কোলাহল॥
অন্তমুক্ষ হৈয়া বীরে নিরক্ষিয়া রৈল।
অতি উঙ্ক চতুরদোল সমুক্ষে দেখিল॥
শূন্য চতুরদোল দেখি মনে ভয় পাই।
বৃক্ষ ছাড়ি অল্প দূরে রইল ছাপই॥
তৃষতা হইয়া সেই ছরি জল খাইতে গেল।
বৃক্ষ তলে রইলেক গন্ধর্ব কুমারি
দেলের বসন উঠাইয়া রইল সুন্দরী॥
দেলের বসন উটাইল বাতাস কারণ।
কুমার ছাপিয়া দেখে সম্পূর্ণ বদন॥
কুমারে কন্যার রূপ নয়ণে দেখিয়া।
দোসর নিকটে বীর গেলেন্ত চলিয়া॥
নিকটে গেলেন্ত তবে রাজার নন্দন।
দুইয়া দুই চক্ষু চারি আখি হৈল দ্রসন॥
কুমারীর রূপ দেখি রক্তনয় কেরে(?)।
গন্ধর্ব কুমারী যদি দেখিল কুমার।
দুহিয়া পড়িল কন্যা খাটের উপর॥
কামের পাঞ্চব মারি হইল———।
হেরিতে হেরিতে বীরের আক্ষি উলটিল॥
ছুরকার হই বীর ভূমিতে পড়িল।
কুমার পড়িতে শব্দ হইলা আচম্বিত।
জান লভি উঠে কন্যা হইলা চমকিত॥
কে জানি করিল শব্দ হেরে চারিভিত।
দেখে আকাশের শশী নামিছে ভূমিত॥
দিব্য কলেবর দেখি ভাবে মনে মন।

পড়িছে কুমার এই কামের তারুনা॥
কুমার দেখিয়া এই কামের তারণ॥
কুমার দেখিয়া কন্যা ভাবএ প্রকার।
ভাবিয়া না পারে বুদ্ধি স্থির করিবার॥
গগনের শশী যেন পড়িছে ধরণী।
তাহার অঙ্গে রাজাতে ঝলকে মেদিনী॥
বেস্ত হৈয়া কন্যা মনেত ভাবএ।
পুরুষ হইল বধ জানিলাম নিশ্চএ॥
শাড়ীর অঞ্চলে সামা করেন্ত বাতাস।
কন্যার সুগন্ধ আর শীতল যে....॥
আঁখি প্রকাশিয়া ওঠে মোড়া দিয়া গায়।
চৈতন্য হৈল হেন কন্যায়ে বুঝিল।
অলক্ষিতে চতুরদোলে আসিয়া বসিল॥
কন্যা বসিল গিয়া চতুর্দোল মাঝ।
মনে মনে ভাবিতে লাগিল যুবরাজ॥
নারী হৈয়া আমাকে যে করিল চেতন।
আমি যদি নাই যাই তাহার সদন॥
জানিব সামান্য এই সামান্যের সুত।
তেকারনে বনমধ্যে রচে অদভূত॥
এ বলিয়া গেল বীর কন্যার সম্পাস।
মনের আরতি যথ করিল প্রকাশ॥
কুমার আরতি দেখি মুখ হেরি চায়।
দেহে দেহে কাম ভাবে মোহ যায়॥
লক্ষী সরস্বতী জিনি জগত মোহিনী।
হেরিতে বদন দিষ্টে লরেএ পরানি॥
একদৃষ্টে হেরে দোহে দোহার মুখ।
কাম শর হাসিয়া ফাটিয়া যায় বুক॥
দৃষ্টাদৃষ্টে আছে দোহে কুমার কুমারী।
দেখিয়া হানিল বান প্রেমের কাচারি॥
কামের কাঞ্চনি কায়া করি স্থির যেন।
স্বহস্তে ঘটিয়াছে প্রভু নিরাঞ্জন॥

মুখ শশী দেখি জ্যোতি পাইলেক লাজ।
বলব হীন চন্দ্র রৈল অমবশ্যা সাজ॥
লোচন কুরঙ্গ জিনি গৃহিনী শ্রবণ।
রামের গাণ্ডির তবে করিছে স্তাবন॥
রূপের উপাম যথ দেখিয়া পরেন্ত।
লেখিতে পুস্তক বাড়ে কালি ঝরিলেন্ত॥
মুখ জ্যোতি দেখিয়া দেবতাএ ধরাএ হিয়া।
বিধাতার হস্তের কালি পড়িল ঝরিয়া॥
বদন শোভিত ভাল হেরিল গলাএ।
তাম্বেল বর সপিতে গালি(২) দেখা জাএ॥
কুণ্ড জোগে দিয়া আছে হস্তে বাহুবান।
বর্মঘেট জিনিয়াছে দোহ পয়োধর।
কলিন্তে ভোমরা ভোমরা জেনক্ষত্র উপর॥
হিন্দোল য়র্পরেক লোকিরূপে সেবেন।
মনুষ্য ছাড়িয়া দেব মোহে মুণীর সন॥
মধ্যভাগ খীন অতি কেশরীর তুল॥
টোরন কাম হয় নৌস্কটে করে মন॥
নতুন কলিকা জিনি জুকে দুই জানু।
সামান্য নোপুর পাত্র চলে রুনঝুনু॥
জেন হর মধ্যে চিন্য স্ত্রি কান্তিছিতিচে।
হরিনের খুরের চিহ্ন তাহাতে শোভিছে॥
চন্দ্র মাত্র আসত যেন জলদ যামিনী।
মস্তকের চূড়া কেরি রাজ গামিনী॥
দৃষ্ট মাত্র ডংসে যেন খৌ কালনাগে।
হিয়ার উপরে বিশ্ব মন্দ নাই লাগে॥
পলিরক্ষিয়া মুক্ষ নয়ানের ভঙ্গি।
গুরুযুঙ্গে ওংলিলে জেন বিষে ধরে টঙ্গি॥
মদনের ধনুতে জুড়িয়া কামবান।
কটাক্ষ নয়নে হাসি বিন্দিলেক প্রান॥
খাইয়া কুমার ঘায় ঢলিল কুমার।
কুমার পরিল দেখি মনে দুক্ষ পাইয়া।

ভাবিতে লাগিল কন্যা দেলে তেরসিয়া॥
কুমারের দুক্ষের যুতি কন্যাত্র দেখিয়া।
হানিল কামের বান পরিল ঢলিয়া॥
গর্মান্তিতি হইয়া পরে আখি প্রকাশিত।
ফিরিয়া দেখএ কজ কুমারের বর্ণ॥
নিজ রূপ হীন্য মানি বলে ধন্য ধন্য॥
ভারিতে লাগিল সামা মনে আপনার।
আমাকে দেখিয়া পুশি পড়িল কুমার॥
ভাবিয়া বুঝিল সে পুরুষ বধ হয়।
অপার পাতকী আমি হইলাম নিশ্চয়॥
এই মতে কুমারীএ ভাবএ সঙ্কট।
অতি শীঘ্রে চলি জাএ কুমার নিকট॥
ভাঙ্গিয়া গাছের তলে আনিল তখন।
শিয়রে বসিয়া বায় কন্তে যত্তন॥
চৈতন্য হইতে সক্রেবি রাজর রাজ।
অলক্ষিতে গেল কন্যা চতুর্দোল মাজ॥
উলটিয়া যাইতে কিছু কুমারে দেখিল
অনুমানে বুঝি তথা কন্যাএ আসিল॥
শ্রমজোক্ত হইয়া মোরে করিল চেতন।
কইমু ভকতি করি এক নিবেদন।
শংকাজোক্ত হৈয়া জোড় করি হাত।
----র হইয়া কয় কন্যার সাক্ষাত॥
আপনে মনুষ্য গন্ধর্ব অপছরি।
যক্ষ পরী হয় কিবা স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
(শ্রী মাহমুদ এআছিন)
উর্বশী মেনকা কিবা দের পিয়সি।
ত্রিজগত মোহিবারে নামিল সে আসি॥
মোহামুদ আকবরে কএ মনে করি আশ।
রূপে রূপ মজি জেন প্রেমের আবেশ॥
মোহা মনি ধরি তুমি ধর্ম দয়াশীল।
ভিক্ষুকেরে দেয় দান বচন জামিল॥

অধম কিঙ্কর জানি হইবা সদয়।
সদয় হৃদয়ে মোরে দেয় পরিচয়॥
কন্যায় বোলেন্ত তুমি হও কোন জন।
কি বাজে আসিলা তুমি গছিন কানন॥
কুমারে কইল তুমি রাজার তণয়।
জেবের মুলুক নাম সংসারে ঘোষয়॥
এতে সুরধনী তুমি দেয় পরিচিন॥
তোমার চরনে আমি হইলাম অধীন॥
কন্যায়ে বোলেন্ত কেসে কর সবিনয়।
মনুষ্য সইতে কেনে দিমু পরিচয়॥
কন্যার বচন শুনি কইল রাজন।
কাকুতি করিয়া চায় ধরিতে চরণ॥
কুমার মিনতি দেখি রাজার নন্দিনী।
মধুর বচন কয় গদগদ বাণী॥
কন্যার বচন শুনি প্রেম রস বোলে।
মোহাময় ছাইলা জল নছয়া গরলে॥
কন্দিলা এরাম প্রতি সব লোক সর।
তাহান দুহিতা জআই জে মাছল নগর॥
হেমবতী মায় মোর বোলেন্ত কেশর॥
আমারে ডাকাইছে তেই করিয়া আদর।
বিবাহের দিন পুষি নিকটে আসিছে।
বিড়া হইবে যাইত নাদিব মোরে পাছে॥
কুমারে বুলিল বিভা দিব কার ঠাঁই।
কন্যা বোলে দৈত্যের কৈলাসের কানাই॥
ভুন্ধাকে(?) সেনা মের্দেন কৈলাসে বসতি।
পিতা মোর সত্য কৈল তাহার সঙ্গতি॥
বিবাহ হৈলে পুনি না ছাড়িব মোরে।
তেকারণে চলি যাইমু তোমহ পুরে॥
কতদিন রইবেক মাতামহ পাশ।
বিবাহের কালে মোরে লই যাইব দেশ॥
কন্যার করুণা বুঝি রাজার তণয়।

মিনতি করিয়া কয় কম্পিত হৃদয়॥
মহামনি ধনী তুমি যাইবা চলিয়া।
আমাকে বধিয়া যাও দরশন দিয়া॥
বুঝি পূর্ব জন্মে তুমি ছিলা মোর বরি।
দরশন দিয়া জয় আমাকে সংহারি॥
তোমাকে তোষিয়া জান আমার মরন।
হইলাম পুরুষ বধ জানিয় আপন॥
এই সত্য জানিবেক শাস্ত্রের প্রকাশ,
পুরুষঘাতী হৈলে নরকেত বাস॥
নয়ান গান্ডিব তোমার ছিল বিষবান।
হামিছ পরান এবে কর পরিত্রান॥
আমাকে (বধিয়া) যদি যায় কমলিনী।
তোমা উদ্দেশিয়া (আমি) তেজিব পরাণী॥
বোল দেখি শুবদনি কি গতি (আমার)।
নিশ্চয় বধিল প্রাণি না ছাড়িব আর॥
উদাস করিলা সত্য নাই বুদ্ধি বল।
কামশর হাসি কৈলা উনমত পাগল॥
যখনে ছাড়িব প্রাণ তোমার গোচর।
সুদা(র) দেয়ায় কতকেএ প্রাণি সঙ্গে তোমার॥
মোর পাতকি তুমি সকলি জাএ।
মরিচ জিয়ায় তুমি যদি মনে লএ॥
যখনে দেখিলাম আমি তোমার বদন।
দেয়া শূন্য হইল অঙ্গ না রইল জীবন॥
কুমার মরণ বুঝি কন্যায় যে অতি।
কপট ছাড়িয়া কয় মনের আরতি॥
আপনার মনের সঙ্গে করিলে কিবা হয়।
বাপ মায় সমাপিব যথা মনে লয়॥
তাহাতে পারিবাসি শুন দিয়া মন।
মনষ্য অল্পজীবী নির্ধ্ব(র) জীবন॥
বাসাত্তর বৎসরের পন্থ জান মোর ঘর।
এ সব সমুদ্র পরে শোনহ খবর॥

তাহাতে দুরান্ত বড় কষ্ট বহুতর।
সিংহ ব্যঘ্র রাক্ষস বাপু করিছে(?) নিশাচর।
এসব সঙ্কট ভাঙ্গি কিরূপে যাইবা।
বোল দেখি কোনরূপে আমাকে পাইবা॥
বাসাত্তর বৎসরের পন্থ করিলে গমন।
হাটিতে হাটিতে তোমার হইব মরণ॥
ক্ষমা কর প্রাণনাথ না দেও প্রেম জ্বালা।
মিনতি করিয়া কহে শামারোখ বালা॥
তোমা হতে দুইগুন মোর মনে সাদ।
দেখিয়া তোমারে মোর হৈল প্রসাদ॥
না পাইমু বুলিলা কই ভাঙ্গিয়া।
অন্তরে দহয়ে অগ্নি তোমারে লাগিয়া॥
মরনের হেতু আমি এ পথে আনিলাম।
স্বইচ্ছায় প্রাণ দিতে আপনে আসিলাম॥
শমন দেখিলে পুসি নিকলয় প্রাণ।
তেনমত হইলা মা রতে মেরে দ্রসন॥
এথা হন্তে সত্তি তুমি যথা মনে ধরে।
জ্বলন্ত অনলে দিয়া না পুরিও মোরে॥
এ বোলিয়া ঝুরি কান্দে দুইজন।
দেহে ভাবেত হৈল দেহের মরণ॥
মদন পিরিতে হই কএ বীরবর।
অখনে মরণ ভাল তোমার গোচর॥
পাগলের মত আমি কিরূপে বাচিমু।
দিক রাত্রি প্রেমজ্বালা কিমতে গঞাইমু॥
তোমা হস্তে করা জাদি মৃত্যুতাদ হেন।
সম্পূর্ণ হইল মোর ভবের জীবন॥
এ বলিয়া মোহ খাইয়া কুমার পড়িল।
অতি শিগ্রে যাই কন্যা কুমার ধরিল॥
বসনে বাতাস করে পরম জতনে।
হৃদএ রাখিয়া হস্ত ডাকে ঘনঘনে॥
শুনিয়া কন্যার কথা মহা সুস্থি হৈল।

হুতাস হৈয়া শুনি নয়ন মেলিল॥
সামারোখে বোলে শুন পাটিষ্ঠ দে---- ।
তোমার প্রেমের জ্বালা না যায় সহন॥
আমারে মারিয়া তুমি মরি যাও পাছে।
জানিলাম-----দুক্ষ একত্রে যে ঘোছে॥
যদি মোরে দয়া আ----পা হইব বোম।
সত্য যদি জায় তুমি কন্দিল এ----রাম॥
আর পুরুষ জানি তোমার নিছনি।
তোমা না পাইলে আমি তেজিব পরানি॥
(এ বোলিয়া) দুই জনে ধর্ম স্বাক্ষী করি।
সন্তোষ হইল দুই কুমার কুমারী॥
তোমা বিনে না ধরিমু অন্নজল।
হেমাপুরে গেলে পাইবা আমার দ্রসন॥
তোমা না দেখি প্রান হৈব বিকল।
যদি বনে জেয়ে তুমি খাইয় গরল॥
সামারোখ ধর্ম সাক্ষী কৈল বচন।
বিফল হৌক মোর আর নারীগন॥
এ বোলিয়া কুমারে কন্যার হস্ত ধরি।
সত্য কৈল হই জনে ধর্ম সাক্ষী করি॥
সামারোখে হস্ত দিল কুমারের সাথে।
কুমারের হস্ত দিল সামারোখের হাথে॥
শাড়ীর অঞ্চল ফাড়ি কুমারী তখন।
কুমারের রূপ চিত্র করিল লিখন॥
কুমারেহ আমর মতে ভাবিয়া।
কুমারীর রূপচিত্র রাখিল লিখিয়া॥
ভুজ্ঞা বোমে(?) চাইল করিতে পরিণয়।
এই চিত্র পাট তবে দেখ মহাশয়॥
চিত্র পাট হাতে লইয়া রাজার নন্দন।
ভুদ্ধা লোকের(?) রূপচিত্র কৈল নিরীক্ষণ॥
হস্ত পদ বেক্কা(?) তার কু-বের দন্ত।

অতি ভয় ক্রুর মতি দেখিতে ডরেন্তু॥
এই মতে দুই জনে বাক্য নিবারিল।
প্রেমের আগুন-- জে হৃদয়ে বহিল॥
হেনকালে আইসে দেখে যথ সহচরী।
কুমার অন্তর হৈতে বুলিল কুমারী॥
তোমারে দেখয় যদি আমার গোচর
পরী সবে বহু লজ্জা দিবেক আমারে॥
মিল্লিক ছাপিয়া রৈল বনের মাঝার।
সহচরী (গনে) কন্যা লৈয়া চলিল সত্বর॥
শূন্য গতি পরী সবে কন্যা লৈয়া যায়।
উঠিয়া কুমারে তবে পিছে পিছে ধায়॥
চৌক্ষ হস্তে চতুর্দোলে আ দেখা হৈল।
বিচ্ছেদ ব্যাকুল হৈয়া কুমার পরিল॥
দৃষ্ট হতে দূর যদি হৈল চতুর্দোল।
ঢলিলে পরিল বীরে ভূমি দিয়া কোল॥
মোহামুদ আকরে কয় পাঞ্চালী পসার।
শুনিয়া রসিক জনে আনন্দ অপার॥

দীর্ঘছন্দ

আহারে দারুণ প্রিয়া কোথাএ খেলা দুক্ষ দিয়া
মোর প্রাণ কেমতে রইব।
বিরহে বেদনা চিন প্রাণ পুড়ে রাত্র দিন
কি দেখিয়া তোমা পাসরিব॥
রামের গণ্ডিব ধরি কুরঙ্গ নয়ানে হেরি
হানি গেলা হৃদয় আমার।
খাইয়া দারুণ ঘায় হইতে নারি ডান বয়
পরি রইলুম মদন----দান ছেদিয়া।
পাপিষ্ট প্রেমের শর প্রাণ কান্দে নিরান্তর
তোমা ঘোসি হইব মরণ।
--------- রেকা প্রিয়াকে করাই বাদকা
আন-----হইব তার দাস।

আপনা শরীর ছিড়ি　　প্রিয়া -----রাখিতা সম্বরি
চাইতাম যখনে মনে লয়।
কর্ম দের্ব দোষে　　প্রিয়া গেল দূর দেশে
সেই স্থানে কেমতে যাইমু।
এই মতে কান্দে বীর　　ভূমিতে ছারএ নিশ্বাস
মথ হৈল খান খান　　আর নাহি সহে প্রাণ
কথাএ জাইমু না দেখি উপায়।
শুকাইল সর্ব অঙ্গ　　কামে হৈল তনু ভঙ্গ
ঝুজিঝুজি হৈল মরণ।
নামিয়া গগন শশী　　সমুখে মিলিল আসি
এই রূপ না দেখেছি আর।
কিবা স্বর্গ বিদ্যাধরী　　ছাড়িয়া গন্ধর্ব পুরী
দেখা দিল আমাকে বধিতে।
যখনে কান্দিয়া মরি　　প্রিয়া গেল হেমাপুরী
মোর তনু হৃদয়ে দহিয়া।
হেমাপুরে কে যাইব　　মোর দুক্ষ কে কইব
না জানি পাসরি রৈল মোরে।
অতি আর্তনাদ ছাড়ি　　কান্দএ ভূমিতে গড়ি
সামা সামা ঘোষণা করিয়া।
প্রিয়া হেন প্রানসখা　　আর (কি) হইব দেখা
সহিতে না পারি দুক্ষভার।
শামারোখ স্মরি মনে　　জল স্তবে দুই নয়নে
উদাসিন যেমত পাগল।
চিত্র পাট হাতে লইয়া　　হৃদয় উপরে থুইয়া
............সবে জেন প্রিয়া লইয়া কোলে।
হইলেক মুর্ছা মন　　দেয়াতে নাইক প্রান
শরীর ভরিল ঘর্মজলে॥
মোহামুদ আকবরে কয় মার যে নিবন্ধ হয়
প্রভুএ মিলায় তারে আমি
কন্দিল এরাম যাইতে যত দুক্ষ পাইল পথে
তবে হই সামার মিলন॥

জমক ছন্দ

বিস্মৃত হৈআ তবে কান্দে ফুরুক পাল।
রাজসুতা কত ত্রে গেল তরঙ্গ জঞ্জাল॥
তথাতে আছিল এক মহা নরপতি।
বাদক তাহার নাম তেজেব সন্ততি॥
দশ দণ্ডের পন্থ এক কাউকে যায়স।
তাহার গমন দেখি স্তম্ভিত বাতাস॥
তাহাকে পাঠাইয়া দিল বৃক্ষ তলে।
না পাইয়া বিচারিয়া আইল সকালে॥
সংবাদ কৈল গিয়া সৈন্য সেনা ঠাই।
ঘোড়া দেখি বৃক্ষ তলে কুমার না পাই॥

(অসমাপ্ত)